যুগান্তর

2 3 ... 2008

ফাটল ধরা ভবনে কাঁচা গাছ দিয়ে ঠেস লাগানো হয়েছে

মৃত্যু-ঝুঁকিতে ঢাবি'র মুহসীন হলের দেড় সহস্রাধিক ছাত্র

মুসতাক আহমদ

মৃত্যুঝুঁকিতে বসবাস করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের দেড় সহস্রাধিক ছাত্র। হলের মূল ভবনের ২২টি পিলারে ভয়ংকর ফাটল ধরেছে। ঝুঁকিপূর্ণ ওই ভবনটি যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য গজারি গাছ দিয়ে ঠেস লাগানো হয়েছে। দু'দিন আগে ওই ঠেস লাগানোর পর ছাত্রদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রশ্ন— ছয়তলার বিশাল ভবন মাত্র ২০টি কাঁচা গাছের ঠেস দিয়ে কি রক্ষা করা সম্ভব? অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা হুশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ভবনের ক্ষতি বড় না হলেও সামান্য ভূমিকম্পেই বড় ধরনের দুর্ঘটনার সমূহ আশংকা রয়েছে। এমনকি অধিক ছাত্র একত্রিত হয়ে ভবনে দৌড়াদৌড়ি করলেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ অবশ্য বলেছেন, গাছ দিয়ে ঠেস দেয়াটা নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা। শিগগিরই ক্ষতিগ্রস্ত পিলার মেরামত করা হবে। তিনি জানান, মোট ২২টি পিলারে ফাটল ধরলেও ৮টির অবস্থা গুরুতর। প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ওই ৮টিতেই ঠেস লাগানো হয়েছে।

কোষাধ্যক্ষ ৮টি পিলারে ঠেস লাগানোর কথা বললেও সরেজমিন দেখা গেছে, মাত্র ৫টি পিলারে ২০টি গাছ দিয়ে ঠেস লাগানো হয়েছে। জানা গেছে, কাগজপত্রেও প্রকৌশল বিভাগ ৮টি পিলারে ঠেস লাগানোর খরচ দেখিয়েছে।

হলের ছাত্ররা জানান, শুধু পিলারই নয়, হলের অন্তত ৫০টি রুমের অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ। ওইসব রুমের পলেস্তরা প্রায়ই খসে পড়ছে ছাত্রদের ওপর। এছাড়া হলের আরও শতাধিক স্থানে দেয়াল ও ছাদের পলেস্তরা

যুগান্তর

ধসেপড়ার আশংকায় গাছের ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে মুহসীন হলের ক্যান্টিনের বারান্দার সিলিং

খসে পড়ার কারণে ভেতরের ইট ও রড বের হয়ে এসেছে। ছাত্র আরও জানান, শুধু বসবাসের রুম নয়, বাথরুম, ডাইনিং হল, সি এবং করিডোরের অবস্থাও বিপজ্জনক।

হল প্রভোস্ট অধ্যাপক আহমেদ জামাল আনোয়ার জানান, মাস দেড় আগে কিছু ছাত্র পিলারে ফাটলের বিষয়টি তাকে জানায়। তখন তি অন্য হাউস টিউটরদের নিয়ে পরিদর্শন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌ দফতরকে লিখিতভাবে অবহিত করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দু' আগে প্রকৌশল দফতরের ব্যক্তিরা এসে গাছের ঠেস দিয়ে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আমির হোসেন জানান, তা বুয়েটের একজন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে হলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান পরিদর্শন এবং অন্যান্য কাজ সমাধা শেষে ঠেস লাগানো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তবে ছাত্রদের অভিযোগ— ভবনের স্থায়িত্ব, বর্তমান অবস্থা, মেয় ইত্যাদি কোনকিছুই বিচার-বিশ্লেষণে না এনে ঠেস লাগানো হয়ে সাধারণত হাইড্রোলিক ডিম দিয়ে ঠেস লাগানো হয়ে থাকে। কিন্তু না করে কাঁচা গাছ দিয়ে ঠেস দেয়া হয়েছে। এ ধরনের সমস্যার উ ঘটলে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে ভবন স্ক্যানও করা হয়। কিন্তু তার কি করা হয়নি।

কমিটির বিশেষজ্ঞ এবং বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক আহমেদ যুগান্তরকে জানান, আসলে ভবন পুরনো হয়ে যাওয়ার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলে যেসব স্থানে ফাটল ধরেছে তার প্রায় সব ... । বৃষ্টির প লেগেছে। তাছাড়া ভবনের ছাত্র : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

ছাত্র : মুহসীন হলের

(৩য় পৃষ্ঠার পর) প্রশস্তভাবও কম। এক শাখার রুম ব্যবস্থা রয়েছে। যে কারণে একটি ...পের পিলারের ওপর চাপ পড়েছে। তাছাড়া ভবনের নির্মাণ কাজ খুবই নিম্নমানের। গাছ দিয়ে ঠেস দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সাধারণত লোহার পাইপ দিয়ে এটা করা হয়ে থাকে।

১৯৬৭ সালে নির্মিত হয় হলটি। ছাত্রদের বসবাসের জন্য খুলে দেয়া হয় ১৯৬৯ সালে। বর্তমানে হলে ৫৪০ জন আবাসিক এবং ৮৫০ জন দ্বৈতাবাসিকসহ দেড় সহস্রাধিক ছাত্র বসবাস করছে। ১৯৬৯ সালে একই সঙ্গে সূর্যসেন হলও নির্মিত হয়েছিল। ওই হলের ছাত্র মঈদুল ইসলাম খান বলেন, সূর্যসেন হলের অবস্থাও খারাপ। বিশেষ করে হলের অডিটোরিয়ামের বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরেছে। এছাড়া অর্ধ-শতাধিক রুমের অন্তত শতাধিক স্থানের পলেস্তরা খসে পড়ছে।

মুহসীন হলের ছাত্র মোঃ নূরে আলম বর্ষণ বলেন, ঠেস লাগানোর পর থেকে হলে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। যাদের ব্যবস্থা আছে, তারা কেউ অন্য হলে আবার কেউ বাসায় চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাস্টার্সের ছাত্র মিজানুর রহমান বলেন, কাঁচা গাছ দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার কোন কর্মকর্তার পরামর্শে এভাবে ঠেস দেয়া হয়েছে, এর মাধ্যমে একটি মৃত্যুফাঁদ তৈরি করা হয়েছে। এই ঠেসের ওপর দিয়ে যদি পিলার ভেঙে মেরামত শুরু করা হয়, তবে এগুলো তার সামলাতে পারবে না। তখন নিশ্চিতভাবেই ভবন ভেঙে পড়বে।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেন, আরসিসি (রি-ইনফোর্সড কনক্রিট কন্সট্রাকশন) ধরনের ভবন ওটা। যে কারণে অত্যন্ত মজবুত ভিতের ওপর হলটি নির্মিত। তিনি বলেন, আসলে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভবনের এ দুরবস্থা। সাধারণত প্রতি চার বছর পরপর ভবনগুলো সংস্কার করতে হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে তা নিয়মিত হয় না। এ খাতে বছরে কমপক্ষে ১২ কোটি টাকা লাগলেও বরাদ্দ আছে মাত্র ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ জানান, বিষয়টি এখনও তিনি জানেন না। তবে এ অবস্থায় তিনি অর্থের দিকে তাকাবেন না। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার কাজ করা হবে। কেননা, ছাত্রদের জীবনের নিরাপত্তা সবার আগে।